তোমার প্রকাশ হোক
কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন

চারণ

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে, সমাজকে মানবিক করে। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে অগ্রগতিতে, সৃষ্টিশীল মনন তৈরির বাহন হিসাবে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনকে বিশেষ ভূমিকা নিতে হয়। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই বিশেষ ভূমিকাকে স্মরণে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। চারণ যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করছে, তখন আমাদের দেশ সামরিক স্বৈরশাসকের কবলে এক ভয়ানক সময় অতিবাহিত করছে। তাই প্রতিষ্ঠালগ্নে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণেরও প্রশ্ন ছিল আমাদের সামনে। আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত ছিল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহিদের আত্মদান। দৃষ্টান্ত হিসাবে ছিলেন দেশের সকল মানুষের শ্রদ্ধেয় শহিদ বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, চিত্র পরিচালক, শিল্পী–যাঁরা সমগ্র জাতির স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। দৃষ্টান্ত ছিলেন সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা, যাঁরা ভাষা-আন্দোলনে, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা নিয়ে মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ব্রিটিশ জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বিপ্লবী, লেখক, শিল্পীরা আমাদের অনুপ্রেরণা। ব্রিটিশ-পাকিস্তানি জবরদস্তির শাসন মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছিল। সে সময় এই ভয়ের শাসনকে অগ্রাহ্য করে শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-সাংস্কৃতিক সংগঠন অনবদ্য নাটক, গান, কবিতা, চলচ্চিত্র সৃষ্টি করে অগণিত মানুষের মুখের ভাষা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের শিক্ষক।

ঘোর অমানিশা, জ্বালতেই হবে আলো

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গিয়েছে। দেশের মানুষ একদিকে যেমন সংকটগ্রস্ত, অন্যদিকে গণমুখী সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার অভাব তীব্রভাবে পরিলক্ষিত। সমাজ-সভ্যতা এখন ক্রম-নিমজ্জমান। দীর্ঘকাল ধরে বহু উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরর মধ্যদিয়ে মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলেছে। সভ্যতার বহুবিধ সমৃদ্ধি, বহু বিজয়গাথা মানুষের হৃদয়ের সুন্দরতম স্থানে সঞ্চিত হয়েছে। আজ সেই সভ্যতার ক্রমশ বীভৎস চেহারা দেখে মানুষ নিজেই লজ্জিত, আতঙ্কিত। চতুর্দিকে উন্নয়নের বাজনার হুল্লোড়ে 'রাতের চেয়েও অন্ধকার' এই সময় সভ্যতার গলা টিপে ধরেছে সজোরে। কোটি কোটি মানুষ নিরন্ন-নিরাশ্রয়; তারই পাশের আকাশছোঁয়া ভোগবিলাস একসময় কিছুটা হলেও লজ্জা-সংকোচ তৈরি করত, একটু

হলেও বিবেকে ঘা দিত। কিন্তু আজ বিবেকের টান হয়ে যাচ্ছে বাতুলতা। চক্ষুই যেখানে নেই, চক্ষুলজ্জা সেখানে সুদূর পরাহত। আমাদের দেশে গভীরভাবে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের সংকট, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার সংকট। মুহূর্তেই একজন একজনকে খুন করতে দ্বিধা করছে না। ধর্ষণ এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি চার বছরের শিশুও রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণ থেকে। ক্রমাগত ভোগসর্বস্ব হয়ে উঠছে মানুষ। পাহাড়ে-সমতলে সাম্প্রদায়িক জবরদস্তি, হামলা দিনে দিনে বাড়ছে। সাধারণ বোধবুদ্ধিও আজ বিলুপ্তপ্রায়। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চিন্তা বা চর্চা নেই। কেউ কারো জন্য সামান্যতম ছাড় দিতেও রাজি নয়। তার সাথে যুক্ত হয়েছে গভীর চিন্তার তীব্র অভাব। সমাজ-রাষ্ট্রের অধিকর্তারাই আমাদের হালকার জোয়ারে ভাসিয়ে রাখতে চায়। শিল্প-সাহিত্যে তো বটেই, জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার পথ থেকে দূরে সরিয়ে তথ্যগ্রস্ত মাল্টিটাস্কিং করতে তাঁরা করছে নানা কারসাজি। গভীর মনোযোগের কোনো কাজ করতে করতেই বা প্রিয়জনের সাথে কথা বলতে বলতেই আমাদের হাত চলে যাচ্ছে সাথে রাখা ডিভাইসটিতে। একই সময়ে অনেকগুলো বিষয়ে মন দিয়ে কোনো কিছুতেই মন না দেওয়ার দক্ষতা সম্পন্ন (!) মানুষ হচ্ছি আমরা। ফলে একদিকে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অভাব, অন্যদিকে মানবিক মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কবিহীন মানুষে পরিণত হচ্ছি।

আমাদের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত। উঁচুতলার মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারেই আপামর মানুষকে তৈরি করতে চায়। ফলে তাঁরা গভীর কিছুতে মনোযোগ দিতে দেবে না। মনোযোগ দিতে দিলেই তাদের বিপদ। কেননা, মানুষ তার সংকটের কারণ জেনে যাবে এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা করবে। ফলে 'খাও-দাও, ফুর্তি কর, কিন্তু বেশি জানার চেষ্টা করো না। প্রয়োজনে নেশায় বুদ হও, কিন্তু নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ো না। যন্ত্রে মজে থাকো।'–এই হচ্ছে তাদের কথা। ফলে সমাজের মানুষ, যুবশক্তি ক্রমাগত তার শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। পুরনো সৃষ্টিশীল মগজটা হারিয়ে নাটক-সিনেমা-গানেও হালকা বিনোদন খুঁজে বেড়াচ্ছে মানুষ। অত্যন্ত বেদনার বিষয়, মানুষের রুচি-সংস্কৃতিকে ক্রমোন্নত করার ক্ষেত্রে, আপাত দুঃখময় হলেও জীবনকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করার সংগ্রামে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার দর্শনে একসময়ে শিল্পসাহিত্যের যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল, সেখানেও আজ মূলত সমাজবিমুখ প্রবণতার নির্লজ্জ প্রকাশ্য ধাবমান

স্রোত। এমনকি কেউ কেউ সেই দায়িত্বকে অস্বীকারও করতে চাইছে। অথচ একথা কেউ কোনোভাবে অস্বীকার করতে পারেন না যে, একজন যথার্থ শিল্পী-কবি-লেখক-সংস্কৃতিকর্মী বা সংগঠন সমাজে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমাদের দেশের অতীত দিনের ইতিহাস তা-ই বলে। ফলে আজকের দিনে অন্ধকার কাটাতে সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে যথার্থ ভূমিকা পালন করার দায় আমাদের।

সম্পদের আকর আর অতীত সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের পাথেয়

আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও তার বিপুল ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। সুদূর অতীত থেকে নদী ও কৃষিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষের সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ রয়েছে কাব্যে, সংগীতে, নৃত্যে, যাত্রাপালায়। একদিকে চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকা, অন্যদিকে পুঁথি, পালা থেকে শুরু করে অঞ্চলভেদে গড়ে ওঠা সংগীতের বিশাল ভাণ্ডার। এখানে যেমন পাওয়া যায় এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাপন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, তেমনই রয়েছে সুর আর বাণীর বহু বৈচিত্র্য। অন্যদিকে ভূমিকেন্দ্রিক জীবনে জোতদারের বিরুদ্ধে বাঁচার জন্য লড়াইয়ের চিত্রকল্পও তৈরি করেছেন কবিয়াল-পালাকাররা। জীবনযাপনের কষ্টসাধ্য লড়াই, বেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন সংগীতে। জোতদারের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করেছেন লালন সাঁই'সহ অসংখ্য বাউলরা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। একদিকে চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁর পালা নিয়ে ছুটে বেরিয়েছেন গ্রাম-গ্রামান্তরে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলসহ অসংখ্য কবি-লেখক প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন ব্রিটিশদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা যেমন তাঁদের লেখায়, শিল্পে তুলে ধরেছেন, তেমনই তাঁরা রাজপথে নেমেছেন, জীবন দিয়েছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। অতীতের গৌরবোউজ্জ্বল সেই সকল চরিত্র, যাঁরা তাঁদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে পুরাতন সমাজের অচলায়তন ভেঙে মানবিক সমাজ নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন–তাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সামাজিক সংকট-সংঘাতে সত্যাশ্রয়ী, আদর্শনিষ্ঠ, নৈতিক শক্তি সম্পন্ন সেইসব বীরযোদ্ধারা আজ এই অন্ধকার সময়ে আমাদের প্রেরণার উৎস। আমরা বিশ্বাস করি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা কেবল সমাজ বাস্তবতার দৃশ্যপট আঁকেন না, সমাজ বাস্তবতাকে পাল্টানোর

জন্য অসামান্য ক্ষমতাও ধারণ করেন। সারাবিশ্বে আলোড়ন তোলা এমন অসংখ্য শিল্প-সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র প্রভৃতির স্রষ্টারা আমাদের সামনে যে পথ রেখে গেছেন সে পথের পথিক আমরা।

সমাজপ্রগতির ঝাণ্ডা বহন করবে চারণ

আমাদের সম্পদ আমাদের ভিত্তি, অতীতের শিক্ষা আমাদের সাথী। এই প্রবল বিরুদ্ধ সময়েও সামর্থ্যের অর্থে ক্ষুদ্র হলেও সঠিক দিশায় উন্নততর সাংস্কৃতিক চিন্তাকে, এক গভীর জীবনবোধকে আত্মস্থ করা এবং তা প্রসারিত করে এই সময়ের চেতনায় প্রতিবাদের প্রেরণা সৃজনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমরা এই দেশের সংকট, সমস্যাকে এড়িয়ে নিছক সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশ্বাসী নই। আমরা জানি, সংস্কৃতি মানুষের যৌথ জীবনের উপজাত। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের এক পর্যায়ে যৌথজীবন আর অখণ্ড রইল না; ফলে সংস্কৃতিতেও ঘটল খণ্ডায়ন। সমাজে শ্রেণি বিভাজনের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও শ্রেণি বিভাজন ঘটল; কর্তৃত্বশীল উঁচুতলা আর নীচুতলার সংস্কৃতি ভাগ হয়ে হলো দু'রকম। আর কর্তৃত্বশীল শ্রেণি তার সাংস্কৃতিক চিন্তাকেই সকলের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। ফলে সকল শিল্পমাধ্যমকে তারা কেবল ব্যক্তিগত চর্চা ও শুধু বিনোদনের উপভোগের উপকরণ হিসাবে দেখাতে চায়। বিনোদন তো অবশ্যই চাই; উপভোগ্য না হলে, হৃদয়তন্ত্রীতে ঝড় না তুললে, মনজগতে আবেগের নিঃসরণ না হলে তা শিল্পসৃষ্টি হিসাবে বিবেচিতই হতে পারে না। কিন্তু সেই সংস্কৃতি বা শিল্পসৃষ্ট আবেগ ব্যক্তি মানুষকে ও সমষ্টির চেতনাকে কোনো সদর্থক ক্রিয়াশীল প্রতিবাদী মনন গড়ে তুলছে কি? যেভাবে অতীত দিনের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা ক্রিয়া করেছিলেন, সেভাবে কি আজকে ব্যক্তি বা সংগঠনসমূহ আমাদের ঘুমন্ত মননকে জাগ্রত, ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রশস্ত এবং চেতনাকে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ হতে ভূমিকা পালন করছে? আমরা এ জায়গায় বোধ করছি তীব্র অভাব। সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে, সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে গভীরতাহীন, ব্যক্তিস্বার্থমগ্ন, সর্বব্যাপী শূন্যতায় ছেয়ে যাওয়া এক ভয়ংকর আলো-হাওয়ায় আমরা গা ভাসিয়ে দিতে পারি না; নিশ্চুপ থাকতে পারি না। চারণ তাই কেবল মনোমুগ্ধকর শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার মঞ্চ নয়, জনগণের পাশে দাঁড়ানোর দায়ও অনুভব করে। জনতার প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবির পক্ষে চারণের অবস্থান ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে একইসাথে থাকার জন্য আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। গণতান্ত্রিক, নৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা পালন করাকে আমরা নৈতিকভাবে অপরিহার্য বলে মনে করি।

যে লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে পথচলা শুরু, সে পথে আমরা ধীর কিন্তু দৃঢ়। সে সম্মিলিত পথচলাতে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

পথ চলছি আমরা, সাথী হোন

সমৃদ্ধ অতীতের শিক্ষা এবং বর্তমান সময়ের সমাজপ্রগতির ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এই অন্ধকার সময়ে আমরা চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কাজ করছি, একটি উজ্জ্বল ভোরের প্রত্যাশায়। আমরা যেমন মনীষীদের স্মরণ করার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের শিক্ষাকে পাথেয় করে সুস্থ সংস্কৃতি, মনন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, তেমনি পরিচালনা করছি নানামুখী কার্যক্রম; যেমন- গান-নাচ-নাটক-আবৃত্তিসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, সাহিত্য পাঠের আসর, দেয়ালিকা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বৈঠকি আড্ডা, কর্মশালা, স্কুল পরিচালনা, ভাঁজপত্র প্রকাশ ইত্যাদি। এছাড়াও পাহাড়ে-সমতলে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, মুক্তচিন্তা ও সংস্কৃতি চর্চার উপর দমন-নিপীড়ন, নারী-শিশু নির্যাতন, জাতীয় সম্পদের উপর আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও আন্দোলন সংগঠিত করি। আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়াই। সংগঠনের উদ্যোগে নিয়মিত ও বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশ করি।

“তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন,
সূর্যের মতন।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বাণীকে পাথেয় করে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্য হোন। আসুন, আমাদের সম্মিলিত সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজপ্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে নিই।

চারণ
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

২২/১ তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।
যোগাযোগ: ০১৭১৫৮০৮০৪৭
E-mail: charonsanskritikkendra@gmail.com